International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-XII, January 2016, Page No. 1-6
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

নব্য-ন্যায় দর্শনে পদের অর্থ নির্দেশ

ড. কল্যাণ ব্যানার্জী
সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The word *Artha (Meaning)* has a very important role in the *Nyaya* philosophy. In *Nyay* Philosphy the word *Artha used* in various senses like, *padartha, indriyartha, prameyartha, abhidheyartha, vachyrtha etc*. We can see In *Nyaya sutra* of *Maharsi Goutama* that *Goutama* has admited "*artha*" as a separate prameya. The variety of usages of *Artha* in *nyay* Philosophy does not denote different types. We can see in *nabya-Nyaya* Philosophy there is an elaborative discussion to analyse the nature of *Pada* (Word or Term) and *Artha*. In this paper I would like to highlight that, how a term denotes a meaning as considered by the *Naby-Nyayaikas*. I have tried to show *nvya-nyaya* position rgading the different aspects of the term *'Artha'* as denoted by the *Pada*.

আমরা ব্যাকরণ থেকে পদ, পদার্থ প্রভৃতির ব্যুৎপত্তিগত ধারণা লাভ করে থাকি। তবে ব্যাকরণের পদ, পদার্থ প্রভৃতির ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত সাধিত হলেও প্রবৃত্তিনিমিত্তের ব্যাপারটি অধরাই থেকে যায়। ব্যাকরণের সকল নিয়মকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় ভাষাদর্শনে পদ, পদার্থের স্বরূপ ছাড়াও কিভাবে একটি পদ নির্দিষ্ট একটি অর্থকে নির্দেশ করে এবং কেন যেকোন পদ যেকোন অর্থকে নির্দেশ করেনা এই সকল প্রশ্নের একটি পূর্ণাঙ্গ ও মূল্যায়ণমুখী আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় ন্যায়দর্শনে বিশেষতঃ নব্য-ন্যায় দর্শনে পদ-পদার্থ বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই আলোচনায় পদের অর্থ নির্দেশনার বিষয়টি মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে বিশেষ একটি সম্বন্ধ বশতঃ একটি পদ একটি অর্থকে নির্দেশ করে। এই সম্বন্ধটির ভাষাদার্শনিক পরিভাষা হল বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বিবিধ একটি শক্তি, এবং অন্যটি লক্ষণা। নব্য-ন্যায়ে বলা হয়েছে একটি পদ শক্তিবশতঃ একটি পদার্থকে নির্দেশ করে। এখন প্রশ্ন হল পদের এই শক্তির স্থান কোথায়? এখানে স্থান বলতে আমরা কোন পদার্থের সেই নির্দিষ্ট অংশকে বা আশ্রয়কে বোঝাতে চাই যা ঐ শক্তির দ্বারা বোধব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি গো পদার্থটি 'গো' পদবাচ্য কিন্তু গো পদার্থটি একটি সরল বিষয় নয়, বিশিষ্ট বিষয়। 'গো' বলতে গো আকৃতি, ও গোত্ব জাতিবিশিষ্ট একটি প্রাণীকেই আমরা বুঝে থাকি। এই প্রাণীটি একটি ব্যক্তিবিশেষ। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা হয় 'গো' পদের শক্তি গোব্যক্তিতে, না গো-আকৃতিতে, না গোত্বজাতিতে? প্রশ্নটি এভাবেও করা যায় 'গো' পদের দ্বারা আমরা গো ব্যক্তিকে বুঝি, না গো আকৃতিকে বুঝি, না গোত্ব জাতিকে বুঝি, নাকি গোত্বজাতিগো-আকৃতিবিশিষ্ট গো ব্যক্তিটিকে বুঝি? এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এই প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য দিয়েছে। মীমাংসক শবরস্বামী আকৃতিতেই পদের শক্তি বলেছেন কুমারিল ভট্ট আবার জাতিতেই শক্তি স্বীকার করেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তিতে পদশক্তি স্বীকার করেন। তাঁর মতে স্থান-কাল ভেদে কখনো জাতিতে শক্তি কখনো আকৃতিতে শক্তি আবার কখনো বা ব্যক্তিত্বে শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। আবার নব্য-নৈয়ায়িক অন্নম্ভট্ট আবার জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার জাতি ও অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন, গদাধর ভট্টাচার্য ও জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকার করেছেন। তবে নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকার করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়

হল নব্য-ন্যায়সম্মত শক্তিস্থান নির্ণয়। এই আলোচনায় যথাক্রমে জগদীশ তর্কালঙ্কার গদাধর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ নব্য আচার্যগণের মত উপস্থাপন করা হবে।

গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের উনষাট সংখ্যক সূত্রে একটি সংশয়ের মাধ্যমে পদের দ্বারা সংকেতিক অর্থ কোন্‌টি সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই সংশয়টি তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে 'ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপাচারাৎ সংশয়ঃ।' অর্থাৎ, ব্যক্তি, আকৃতি এবং জাতি এই তিনটির কোন্‌টি পদার্থ? সবকটিই কী? বলাই বাহুল্য, যে পদের অর্থ নিয়ে এই সংশয় সেই পদ কিন্তু কেবল নামপদ। শুধুমাত্র 'ঘট', 'অশ্ব' প্রভৃতি নাম পদের অর্থ বিষয়েই এরূপ সংশয় শাস্ত্রে উত্থাপিত হয়েছে। ক্রিয়াপদ বা প্রত্যয়রূপ পদের অর্থ বিষয়ে এরূপ সংশয় উত্থাপিত হয়নি। ন্যায়সূত্রকার নিজে সংশয় প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ"[১] অর্থাৎ, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটি পদার্থ। "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত বৈশেষিক দর্শনেও স্বীকৃত। বৈশেষিক সূত্রের উপস্কার টীকায় শঙ্কর মিশ্র দ্রব্যবোধক ঘটাদি প্রভৃতি পদস্থলে ঘটত্ব জাতি এবং কম্বুগ্রীবাদিত্ব (ঘটের আকার) বিশিষ্ট ঘটাদি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গুণকর্মাদিব্যক্তি মাত্রে শক্তি কল্পিত হয়।[২]

নব্য ন্যায় দর্শনে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য, মহর্ষি গৌতমের উক্ত সূত্রটিকে অবলম্বন করেই শক্তি স্থানের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবিষয়ে ব্যতিক্রম। তিনি প্রাচীন ও নব্য প্রচলিত শক্তিস্থান সম্পর্কিত ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" গৌতমের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি বলেন। 'গো' প্রভৃতি পদস্থলে শক্যতাবচ্ছেদক যে গোত্বাদি তার দ্বারা উপলক্ষিত গবাদিব্যক্তিমাত্রেই 'গো' প্রভৃতি পদের শক্তি স্বীকার করতে হবে। গোত্বদি জাতি বা গো-আকৃতি 'গবাদি' পদের বাচ্য নয়। 'উপলক্ষণ' শব্দের অর্থ হল পরিচায়ক, যা ইতরব্যবর্তক অথচ বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত নয়। যেমন 'কাকৈর্গৃহং পশ্য' অর্থাৎ কাকযুক্ত গৃহকে দেখ-এই স্থলে কাক হল গৃহের উপলক্ষণ, কাক গৃহের অঙ্গিভূত পদার্থ নয়, অথচ অন্যগৃহ হতে ভেদবুদ্ধি জন্মাচ্ছে। আর বিশেষণ হল পদার্থের অঙ্গিভূত এবং ইতরব্যবর্তক। যেমন 'গো' 'ঘটাদি' পদস্থলে গোত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় 'আকাশ' পদস্থলে আকাশত্বরূপ ধর্মের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নেই, অর্থাৎ 'আকাশ' পদস্থলে আকাশত্ব ধর্মটি যেভাবে উপলক্ষণ হয়, 'গো' 'ঘটাদি' প্রভৃতি পদস্থলেও গোত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি অনুরূপ ভাবে উপলক্ষণ হবে। তবে শব্দাশ্রয়ত্বরূপ আকাশের যেভাবে শক্যত্ব স্বীকৃত হয় না, অনুরূপভাবে 'গো' 'ঘটাদি' পদের গোত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মেও শক্তি স্বীকৃত হবে না।

গোত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত যে গো প্রভৃতি ব্যাক্তি, তদ্‌গত শক্তিগ্রহ গোত্বাদি পুরস্কারে গবাদিবিষয়ক শাব্দ অনুভবের প্রতি কারণ হয় বলে গো প্রভ্রতি পদের পদের গোত্বাদিধর্মাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হবে না, কিন্তু শক্যতাবচ্ছেদক গোত্বাদিধর্মপোলক্ষিত গবাদিব্যক্তিমাত্রেই 'গো' প্রভৃতি পদের শক্তি স্বীকার করতে হবে।[৩]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে রঘুনাথ শিরোমণির এই মত ন্যায়-বৈশেষিক মতের ব্যতিক্রম। গৌতম ও কণাদ মতানুসারি ন্যায়-বৈশেষিক মত প্রতিফলিত হয়েছে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ, জগদীশ, গদাধরের আলোচনায়। এই সকল নব্য নৈয়ায়িকগণ সকলেই ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটি পদার্থ স্বীকার করেছেন তবে তাঁদের আলোচনার ধারা এবং ঐ তিনটি পদার্থের ব্যাখ্যার মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রাচীন ও নব্য মতের আলোচনা একত্রিত করে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে এই আলোচনার বিশ্রামরেখা টেনেছেন।[৪] আমরা এখন নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, গদাধর ভট্টাচার্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মত সংক্ষেপে উপস্থাপন করে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব।

গঙ্গেশ: গঙ্গেশ তাঁর তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখন্ডের শক্তিবাদে জাতিশক্তিবাদ ও ব্যক্তিশক্তিবাদ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল জাতির জ্ঞান কালে তার আশ্রয় রূপে ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়ে থাকে।[৫] মীমাংসকগণ অনুরূপ মত স্বীকার করলেও গঙ্গেশের সঙ্গে মীমাংসকদের মতের পার্থক্য আছে।[৬] মীমাংসকগণ জাতিতে শক্তি স্বীকার করলেও ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করেন। কিন্তু গঙ্গেশ জাতি ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি স্বীকার করেন। তাছাড়া, গঙ্গেশ মনে করেন পদশক্তি অজ্ঞাত থেকেও অন্বয়বোধের জনক হতে পারে। তাঁর মতে পদার্থের ন্যায় পদার্থের অন্বায়াংশেও পদের শক্তি রয়েছে। তবে পদার্থাংশে শক্তি জ্ঞাত হয়ে শাব্দবোধের জনক, আর অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বরূপসত্তা মাত্রেই শাব্দবোধের জনক। অন্বয়াংশে পদের শক্তি জ্ঞাত হওয়ার আবশ্যকতা নেই। অর্থাৎ, অন্বয়াংশে পদশক্তি থাকলেই সেই শক্তির জ্ঞানের কোন আবশ্যকতা নেই। অজ্ঞাত থেকে এই শক্তি তার স্বরূপ সত্তার দ্বারাই অন্বয়ান্যভবরূপ কার্যের জনক হয়। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বলেছেন, অন্বয়াংশে পদের কোন বৃত্তি স্বীকার না করলেও তাৎপর্যজ্ঞানাধীন অন্বয়বোধের নির্বাহ হতে পারে বলে অন্বয়ে বৃত্তি

স্বীকারের প্রয়োজন নেই। শাব্দবোধে আকাঙ্খাদির জ্ঞান দ্বারাই তাৎপর্যবিষয়ীভূত অর্থের বোধ কোনও স্থলে শক্তি দ্বারা, কোনও স্থলে লক্ষণা দ্বারা, আবার কোন স্থলে আকাঙ্খাদিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং অন্বয়াংশে শক্তি বা লক্ষণা স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। 'অন্বয়ঃ' পদশক্যঃ বৃত্ত্যন্তরং বিনা পদপ্রতিপাদ্যত্বাত্ পদার্থবত্'। পদজ্ঞান শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতি জন্মিয়ে আকাঙ্খাদিজ্ঞানের দ্বারা অন্বয়ানুভবের জনক হয়।[৭] গঙ্গেশের সারকথা হল পদ অন্বিত অর্থের স্মারক মাত্র, অনুভাবক নয়।

গদাধর: জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতি এই তিনটিই পদার্থ গৌতমের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়ে গদাধর ভট্টাচার্য বলেছেন 'গো' পদের দ্বারা আমরা গোত্বজাতি, গো-র অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতি এবং গো ব্যক্তি- এই তিনটিই বুঝে থাকি। জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তি এই তিনটি পদার্থ হলেও এরা পরস্পর সাপেক্ষ ভাবেই পদার্থ। কারণ 'গো' পদের দ্বারা ভাসমান গোত্বজাতি ও গো-র আকৃতি গো-ব্যক্তিতে বিশেষণরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং গোত্বজাতি ও গো-র আকৃতি গো-ব্যক্তিতে বিশেষণরূপেই পদার্থ এবং গো-ব্যক্তি বিশেষ্যরূপেই পদার্থ। কোন পদ শুনলে যে ধর্মবিশিষ্ট রূপে যে পদার্থের স্মরণ হয়, সেই পদার্থই বাচ্য এবং সেই ধর্ম হয় বাচ্যতাবচ্ছেদক। এই কারণে ব্যক্তিকে পদবাচ্য এবং ধর্মকে পদবাচ্যতাবচ্ছেদক বলা হয়। যেমন 'গো'-পদ শুনলে গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তির স্মরণ হয় বলে গো-ব্যক্তিই 'গো' পদবাচ্য এবং গোত্বধর্মটি হয় গোপদবাচ্যতাবচ্ছেদক। এখানে আপত্তি হতে পারে, পদ শুনে যেমন জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ হয়, তেমনি আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বোধও তো হতে পারে। এরূপ আপত্তির উত্তরে গদাধর ভট্টাচার্য বলেছেন, সমস্ত বাচ্যকে বাচ্যেতর হতে ব্যাবৃত্ত করে অনুগতভাবে বোঝানোর জন্য বাচ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। যে ধর্মকে বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকার করলে লাঘব হয়, সেই ধর্মই বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হবে। 'গো'-পদজন্য গোত্বজাতি এবং গো-র অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতি- এই দুটি ধর্ম উপস্থিত হলেও গোব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে গৌরবই হয়। কিন্তু গোত্ব জাতি এক হওয়ায় তাতে 'গো' পদের বাচ্যতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকারের অপর যুক্তি হল, সাক্ষাৎ সমবায় সম্বন্ধে বাচ্য গোব্যক্তিতে গোত্বজাতি থাকে বলে গোত্বজাতিই 'গো' পদের বাচ্যতাবচ্ছেদক (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) হয়। আর গো-র অবয়বসংযোগরূপ আকৃতি বাচ্যের (গবাদির) অবয়বে থাকে, বাচ্যে নয়। কারণ অবয়বসংযোগরূপ আকৃতি সামানাধিকরণ্যরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে বাচ্য গোব্যক্তিতে থাকলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাচ্যে না থাকায় বাচ্যের অনুগমক হতে পারে না। সেই হেতু আকৃতিকে বাচ্যতাবচ্ছেদক বলা যায় না।[৮]

গদাধর ভট্টাচার্য তাঁর শক্তিবাদ গ্রন্থে বলেছেন 'তদ্বিশিষ্টে শক্তি' অর্থাৎ তদ্ধর্মে, তদবিশিষ্টে এবং তদাশ্রয়েই শক্তি। অর্থাৎ, 'ঘট' পদের ক্ষেত্রে ঘটত্বাদি ধর্মে, ঘটত্বাদির সমবায়ে, এবং ঘটত্বাদির আশ্রয় ঘটাদিতে শক্তি। ঘট, ঘটত্ব এবং উভয়ের সমবায়েই শক্তি।[৯]

মধুসূদন ন্যায়াচার্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকাংশে বলেছেন গদাধর ভট্টাচার্য গো প্রভৃতি ব্যক্তি, গোত্ব প্রভৃতি জাতি এবং গোত্বাদিজাতি ও গবাদিব্যক্তি উভয়ের সমবায় সম্বন্ধ রূপ আকৃতিতে এবং সমুদায়ে গবাদি পদের শক্তি কল্পনা করেছেন। এ বিষয়ে গদাধরের বক্তব্য হল এই যে 'গো' পদের গোত্বাবিশিষ্টে যে শক্তি গৃহীত হয় ঐ শক্তি গোত্বজাতি, গো ও গোত্বের সমবায় এবং গোত্বের আশ্রয় গোব্যক্তি এই ত্রিতয়ে গৃহীত হয়ে থাকে। সুতরাং 'গোত্বাবচ্ছিন্নো গোপদজন্য বোধবিষয়তাবান্ ভবতু' এই আকারের ভগবদিচ্ছারূপ শক্তির অংশে গোত্বাবচ্ছেদে বোধবিষয়ত্ব বিষয় হওয়ায় তাদৃশ বোধবিষয়তানিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা গোত্বে ভাসমান হয়ে থাকে। এর ফলে আশ্রয়ত্ব (স্বরূপ) সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশবোধবিষয়ত্বনিষ্ঠ প্রকারতানিরূপিত বিশেষ্যত্ব গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে যেরূপ থাকবে সেরূপ বোধবিষয়ত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত বিশেষত্ব গোত্ব জাতিতে এবং তাদৃশ বোধবিষয়তার সংসর্গরূপে ভাসমান যে অবচ্ছেদকত্ব তন্নিরূপিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশবোধবিষয়ত্বনিষ্ঠ প্রকারতানিরূপতি বিশেষ্যত্ব সমবায়রূপ আকৃতিতে অবশ্যই থাকবে। সুতরাং গো, গোত্বজাতি, ও সমবায় এই ত্রিতয়ে শক্তি কল্পিত হবে, কারণ 'গো' পদজন্য বোধবিষয়ত্বরূপভগবদিচ্ছীয় প্রকারাংশে বিশেষ্য হওয়ায় গো, গোত্ব ও সমবায় এতৎ ত্রিতয়ে 'গো' পদের বাচ্যতা উৎপন্ন হবে।[১০]

জগদীশ তর্কালঙ্কার: কোন একটি পদের শক্তিস্থান কোথায় এই আলোচনায় জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথমে তাঁর গুরুদেব রামভদ্র সার্বভৌম মত উপস্থাপন করে ঐ মত সমর্থন করে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। রামভদ্র সার্বভৌম কোন পদের জাতি, ব্যক্তি ও তাদের সম্বন্ধ এই তিনটিতে শক্তি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ন্যায়সূত্রে গৌতমোক্ত "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" এই উক্তিতে আকৃতি পদটি সংস্থান বোধক নয়। বরং 'আকৃয়তে অনেন- এরূপ কারণে 'বিহিতক্তিন প্রত্যয়ান্ত' আকৃতি পদটি জাতি

ও ব্যক্তি উভয়ের সম্বন্ধবোধকরূপেই নির্দিষ্ট হয়েছে। 'গো' প্রভৃতি পদ স্থলে গোত্বাদি জাতি, গবাদিব্যক্তি ও উভয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় এই তিনটিতে একটিই শক্তি কল্পিত হয়।

জগদীশ তর্কালঙ্কার উক্ত মত সমর্থন করে বলেছেন যে গৌতমোক্ত "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" এই উদ্ধৃতিটিতে যে 'আকৃতি' পদটি অবতারণা করা হয়েছে তা সংস্থানবিশেষের বোধক নয়, তাকে জাতি, ব্যক্তি ও উভয়ের সংসর্গ (সম্বন্ধ) রূপেই স্বীকার করতে হয়। তাঁর মতে মহর্ষি গৌতমও গবাদিব্যক্তিতে গোত্বাদিজাতির যে সমবায় সম্বন্ধ তাকেই 'আকৃতি' পদের দ্বারা বুঝিয়েছেন। কারণ ব্যুৎপত্তি অনুসারে আকার নিরূপক অর্থের বোধক হওয়ায় 'আকৃতি' পদের যথাশ্রুতি অর্থ পরিহার করে জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধরূপ অর্থ গৃহীত হবে। কেন উক্ত সম্বন্ধরূপ অর্থ গৃহীত হবে তার ব্যাখ্যায় জগদীশ বলেছেন যদি 'আকৃতি' পদের দ্বারা জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের সমবায় সম্বন্ধ গৃহীত না হয় তা হলে 'গো' প্রভৃতি পদস্থলে জাতি ও ব্যক্তির ন্যায় সমবায়ও সংসর্গ রূপে 'গবাদি' পদের শক্য হবে। তাই শক্য ও শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যেরূপ শক্তিভাস্য হবে, সেরকম শক্তি নিরূপিত বিশেষ্যতাবচ্ছদকতার ঘটক সম্বন্ধ রূপে জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের সমবায় সম্বন্ধও শক্তিভাস্য হবে। অর্থাৎ, শাব্দবোধে ভাসমান গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে গোত্ব প্রভৃতি জাতির যে সমবায় সম্বন্ধ তাও গোব্যক্তি বা গোত্বজাতির ন্যায় শক্তিভাস্য হবে- এই হল জগদীশের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হতে পারে যে সূত্রোক্ত 'আকৃতি' পদের ঐরূপ সংসর্গ বা সম্বন্ধরূপ অর্থে মহর্ষির তাৎপর্য স্বীকৃত হলে সংস্থানরূপ আকৃতি গো প্রভৃতি পদের শক্য হতে পারে না। যদি সংস্থান 'গো' প্রভৃতি পদের শক্য না হয় তাহলে জাতি এবং সংস্থান এতদুভয়ধর্ম পুরস্কারে গবাদিব্যক্তির বোধ হতে পারে না। উক্ত আপত্তিটির সমাধানকল্পে জগদীশ কখনো শক্তিভ্রম আবার কখনো লক্ষণার দ্বারা এই সংস্থানরূপ আকৃতির জ্ঞান সম্ভব বলে দাবী করেছেন। কিন্তু জগদীশের এই দাবীতে স্পষ্টতা এবং সুদৃঢ় যুক্তির অভাব রয়েছে। মূলতঃ জগদীশ তাঁর গুরু রামভদ্র যেহেতু এই মত সমর্থন করেন সেহেতু তিনি এই মতকে গ্রহণ করেছেন এই তথ্যই সুস্পষ্ট।[১১]

বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী টীকায় ব্যক্তিশক্তিবাদ ও জাতিশক্তিবাদের বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ক্ষেত্রেই শক্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। যদিও আকৃতিতেও তিনি শক্তি স্বীকার করেন, তথাপি আকৃতির আলোচনা তিনি এখানে করেননি। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি আকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি একদিকে জাতিশক্তিবাদের পক্ষে যেসব যুক্তি আছে সেসব যুক্তি বিচার করে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার না করলে কেবল জাতিতে শক্তি স্বীকারের মাধ্যমে ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্তিশক্তিবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তিগুলিও খন্ডন করেছেন। ব্যক্তিশক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে জাতিশক্তিবাদীদের মূল আপত্তি হল গৌরব দোষ। অসংখ্য ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তি স্বীকার না করে যদি জাতিতে একটি শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে লাঘব হয়।

উক্ত মতটি খন্ডন করে বিশ্বনাথ বলেছেন ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে শক্তির অনন্তদোষ হয় না। কারণ সকল ব্যক্তিতে একটাই শক্তি স্বীকৃত হয়। এক একটি ব্যক্তির জন্য এক একটি শক্তি স্বীকার করতে হয় না।[১২] ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঐ শক্তি এক এবং অভিন্ন। ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও বিভিন্ন ব্যক্তির শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম এক। শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মে একটি শক্তি স্বীকার করলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে এক ও অভিন্ন শক্তি স্বীকৃত হতে পারে। অসংখ্য ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তি স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'গো' পদের শক্তি গোত্বাদিজাত্যবিচ্ছিন্নে থাকে। এখানে জাতি বলতে গোত্বাদি শক্যতার অবচ্ছেদক ধর্মকে বোঝানো হয়েছে যা অনুগমক বা অনুগত ধর্মরূপেও পরিচিত। 'গো' শব্দের শক্তি গোত্বাদিজাত্যবচ্ছিন্ন সকল গো ব্যক্তিতে থাকায় ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকারে অসুবিধা কোথায়? গ্রন্থকার বিশ্বনাথ তাই বলেছেন প্রতিটি গোব্যক্তি গোত্বাদিজাত্যবিচ্ছিন্ন বলে ব্যক্তিতে 'গো' শব্দের শক্তি থাকায় গৌরব দোষ হয়নি। এতে অননুগমও হয়নি অর্থাৎ অনুগত হয়েছে বা এখানে প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাবও হয়নি।[১৩] শক্যতাকচ্ছেদক ধর্মই অনুগমক ধর্ম। যেমন 'ঘট' পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল ঘটত্ব, 'গো' পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল গোত্ব। অতএব গোব্যক্তিপদার্থের উপস্থিতি বা স্মৃতির প্রতি (পদজন্যপদার্থের উপস্থিতি বা স্মরণ) গোশক্তিজ্ঞান কারণ নয়, কারণ হল গোত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক শক্তিজ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হল শব্দের শক্তি কোথায়? জাতিতে, না, ব্যক্তিতে? এর উত্তরে বিশ্বনাথ বলেছেন "তস্মাত্ তত্তজ্জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট-তত্তদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যা কল্প্যমানা শক্তির্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তৌ বিশ্রাম্যতীতি"[১৪] সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকার উক্ত বক্তব্যের অর্থ হল সেই কারণে অর্থাৎ জাতিতে শক্তি স্বীকার করলে, ব্যক্তিতে শক্তি অস্বীকার করলে, এমনটি যদি করা হয় তাহলে সেই জাতি ও আকৃতি অর্থাৎ গলকম্বলাদিরূপ অবয়বসংস্থান- এই দুই বিশিষ্ট সেই সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত এই

বোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বলে সেই বোধের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ বাস্তবে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত বোধের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কল্প্যমান শক্তি জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত হয়।

গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে কেবল জাতি বা কেবল আকৃতিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হলে ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়না। বাস্তবে একটি পদ শ্রবণের পর আমাদের যে পদজ্ঞান হয় তা একটি বিশিষ্ট জ্ঞান, অবিশিষ্ট জ্ঞান নয়। এই বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয় কখনো জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, কখনো আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি আবার কখনো জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তি। কেবল জাতি কেবল আকৃতি বা কেবল ব্যক্তি এই জ্ঞানের বিষয় হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'গো' শব্দ শ্রবণের পর কোন ব্যক্তির কখনো কেবল গোত্বজাতির স্মরণ হয়না, গোজাতি গো-আকৃতি বিশিষ্ট গোব্যক্তিরই স্মরণ হয়। অতএব বিশ্বনাথের সিদ্ধান্ত হল জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তিতেই পদের শক্তি।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে প্রায় সকল নৈয়ায়িকই 'জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতি এই তিনটিই পদার্থ',- গৌতমের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এব্যাপারে রঘুনাথ শিরোমণির অবস্থান ব্যতিক্রমী তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

যদিও গৌতমের সিদ্ধান্ত রঘুনাথ শিরোমণি ছাড়া প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন তবুও আকৃতির অর্থ নিয়ে নব্য নৈয়ায়িকদের সঙ্গে সূত্রকারের এবং বিভিন্ন নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতান্তর ঘটেছে। গৌতম সূত্রে 'আকৃতি' পদটি সরল ভাবে অবয়বসংস্থানকেই বুঝিয়েছে। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও এই রূপ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে জগদীশ তর্কালঙ্কারও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ ভিন্ন অর্থে 'আকৃতি' পদটি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে আকৃতি হল জাতি এবং ব্যক্তির মধ্যস্থিত সমবায় সম্বন্ধ।

এখন প্রশ্ন হল জাতি ব্যক্তি এবং আকৃতি এই তিনিটিতে কি একটিই শক্তি? না ভিন্ন ভিন্ন শক্তি? এবিষয়েও নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে। যদিও বেশির ভাগ ন্যায়াচার্য এই তিনটিতে একটি শক্তি স্বীকার করেছেন। "অস্মাৎ পদাদ্ অয়োমর্থো বোদ্ধব্য" এর অর্থ "এতৎপদজন্য-বোধবিষয়ত্ববান্ অয়মর্থঃ"। অর্থাৎ যে এরকম বোধবিষয়ত্ববান হবে সে হবে শক্য। এই বিষয়ত্বস্বরূপ বা আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে ঘটাদি ব্যক্তিতে থাকায় ঘটাদিব্যক্তি আশ্রয়তা সম্বন্ধে বিষয়তাবান্ হয়। ফলে ব্যক্তি হয় শক্য। আবার ঘটত্বাদি জাতি সে রকম বিষয়তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে বিষয়তাবান হয়। আবার তাদৃশবিষয়তাবচ্ছদকতাবচ্ছদেক সম্বন্ধে বিষয়তাবান্ হয় জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায়। সুতরাং সম্বন্ধও পদের শক্য হয়। এভাবে আশ্রয়ত্ব, অবচ্ছেদকত্ব ও অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে বিষয়তা যথাক্রমে ব্যক্তি, জাতি ও জাতিব্যক্তির সম্বন্ধ সমবায় এই তিনটিতে থাকায় তিনটিই পদের শক্য হয়। জগদীশের মতো 'গো' পদের দ্বারা গোত্ব জাতি এবং গোয়াকৃতি বিশিষ্ট গোব্যক্তির বোধ হয় বলে এই তিনটি পদার্থই 'গো' পদের বাচ্য। 'শক্ত' পদের দ্বারা জাতি আকৃতি ব্যক্তি এই তিনটি উপস্থিত হওয়ায় জাতি ও আকৃতি এই ধর্মদ্বয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপর ধর্মকে বিশেষণ রূপে গ্রহণ করে শাব্দবোধ হতে পারেনা। 'গো' পদের শক্যার্থ গো-ব্যক্তি গোত্ব-জাতি ও গো-আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল বিশেষণে একটি শক্তি স্বীকৃত হবে। যেমন পুষ্পবন্ত পদের একই শক্তি সূর্য চন্দ্র উভয়কে বোঝায়। মহর্ষির "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" এই উক্তিতে একবচনের প্রয়োগ জাত্যাদিত্রয়ে পদের একটি মাত্র শক্তিইসূত্রকার স্বীকৃত বলে প্রতিপন্ন হয়। মতান্তরে জাতি ও ব্যক্তিতে একটি শক্তি এবং আকৃতিতে অপর একটি শক্তি স্বীকার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬৬, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত পৃষ্ঠা-৫০৪।
২। "তথা চ শব্দার্থয়োরীশ্বরেচ্ছাএব সম্বন্ধঃ। স এব সময়ঃ।" সপ্তম অধ্যায় আহ্নিক ২, সূত্র।
৩। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯।
৪। "তস্মাত্তত্তজ্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টতত্ত্বতদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যাকল্প্যমানা শক্তির্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তৌ বিশ্রাম্যতীতি" সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৪৩৮।
৫। "অত বা জাতিশক্তিজ্ঞানাজ্জাতিধীভবন্তৌ ব্যক্তিমপি গোচরয়তিঃ, তত্ত্বচিন্তামনি, গঙ্গেশ, শব্দ খন্ড, সুখরঞ্জন সাহা এবং পি কে মুখার্জী কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১৮৪,

৬। "ইতরান্বিতে শক্তিরিত্যপিগুরজিহ্বিকা, বস্তুত অন্বয়েয়াপি ন শক্তিঃ" তত্ত্বচিন্তামনি, গঙ্গেশ, শব্দ খন্ড, ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৭। গঙ্গেশ, তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর থেকে উদ্ধৃত-৫২০।

৮। শক্তিবাদ, গদাধর, গঙ্গাধর কর কর্তৃক অনুবাদিত শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-২৭৯-২৮০।

৯। "অত্র বদন্তি- 'তদ্বিশিষ্টে শক্তিঃ' ইত্যস্য 'তদ্ধর্মতদ্বৈশিষ্ট্যতদাশ্রয়েষব শক্তিঃ' ইত্যররথ।" শক্তিবাদ্ গদাধর, গঙ্গাধর কর কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-৩৩৪।

১০। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-১৫০, (১ম খন্ড)।

১১। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ২৩ সংখ্যক কারিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০, (২য় খন্ড)।

১২। "ন চ ব্যক্তিশক্তৌঅনন্তম্, সকলব্যক্তৌ একস্যা এব শক্তৌঃ স্বীকারাৎ" সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

১৩। "ন চ অননুগমঃ গোত্বদেরেবানুগমকত্বাৎ", সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

১৪। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৪৩৮।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২। গোস্বামী, বিজয়া: "রূপক অলঙ্কারে শব্দার্থবিচার", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতি ভট্টাচার্য চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স।

৩। মিশ্র প্রভাত: "তাৎপর্যের কথা", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতী চক্রবর্তী ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স।

৪। দাস, করুণাসিন্ধু: প্রাচীন ভারতের ভাষা দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স্, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৫। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৮।

৬। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দার্থতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৯।

৭। ন্যায়সূত্র (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়নভাষ্য সহ, ফণিভূষণ তর্কভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, (১ম, ২য়, ৩য়, খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১ম খন্ড ৩য় সংস্করণ ২০০৩, ২য় ও ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। ভাষাপরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন: অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৪।

: গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

: পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

৯। জাগদীশী, জগদীশ তর্কালঙ্কার, সোমনাথ উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, ১৯৮০।

১০। Saha, S.R And Mukhopadhyaya, P.K, The Śabdakhanda Of Gaṅgeśa's Tattvacintāmaṇi, K.P. Bagchi And Co., 1991.

১১। Bhattacharyya, Sibajiban: Gadādhara's Theory Of Objectivity, Part - I&II I.C.P.R, 1990.
: Gaṅgeśa's Theory Of Indeterminate Perception, Part-I 1993, Part-II 1996, I.C.P.R,.

১২। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা, অন্নম্ভট্ট: ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স্, ১৯৯৬।

: নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।